১ম বর্ষ] ৩রা শ্রাবণ শনিবার ১৩৩১, ইং ১৯ জুলাই। [১ম সংখ্যা

নবযুগ

Uttarpara Joykrishna Public Library
Accn. No. ১৫৮৮৭ Date ২.১১.৭২

বেশ মনে আছে, অনেক দিন পূর্ব্বে 'নবযুগ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন বাঙ্গালাদেশে নবযুগের সূচনা হইয়াছে, তখন বাঙ্গালার সুসন্তানগণ দেশমাতার আহ্বান শুনিতে পাইয়াছিলেন, তখন চারিদিকে একটা চেতনার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁহারা সে সময় সেই 'নবযুগ' পত্রিকার আবাহন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নবযুগের সে বাণী শুনিতে পান নাই; তাঁহারা তখন পত্রিকাখানিকে যেভাবে পরিচালিত করিয়াছিলেন, সে কথা আর এতদিন পরে বলিব না; যাঁহারা বিগত চল্লিশ বৎসরের সংবাদ পত্রের ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহারাই সে কথা লিপিবদ্ধ করিবেন। তবে, এইমাত্র বলিতে পারি যে, ঐ শ্রেণীর সংবাদ-পত্রের যাহা অবশ্যম্ভাবী নিয়তি,'নবযুগ'ও সে নিয়তি অতিক্রম করিতে পারে নাই—পত্রিকাখানির অস্তিত্ব অল্পদিনের মধ্যেই লোপ পাইয়াছিল।

তাই, সেদিন যখন শুনিলাম যে, কয়েকজন নবীন যুবক 'নবযুগ' নাম দিয়া একখানি সংবাদ-পত্র নহে—সাময়িক সাপ্তাহিক-পত্র প্রচারে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন হর্ষ-বিষাদ দুইই হইল;—হর্ষ এই জন্য যে এইত নবযুগের বার্ত্তা ঘরে ঘরে প্রচার করিবার সময়। এখন গণদেবতা জাগ্রত হইয়াছেন, এখন তাঁহার পূজায় সম্ভার লইয়া নবযুগের নবীন পূজারী দিগের অগ্রসর হইবারই সময়। বিষাদের কারণ এই যে, সেই বিলুপ্ত 'নবযুগে'র প্রেতাত্মা আসিয়া এই 'নবযুগে'র স্কন্ধে ভর না করেন; সেই সেকালের দ্বন্দ্ব, কোলাহল, ব্যক্তিগত আক্রমণ, নিন্দা কুৎসা এই 'নবযুগ'ও প্রচার না করেন।

কিন্তু, যখন দেখিলাম যাঁহারা এই 'নবযুগ' প্রচারে অগ্রসর তাঁহারা সর্ব্বাংশে গণদেবতার পূজার ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত; তাঁহাদের চেষ্টা আছে, যত্ন আছে, ঐকান্তিকতা আছে, দেশের ও দশের প্রতি মমত্ব-জ্ঞানই তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে, তখন তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা যাহাতে সফল হয়, তাঁহাদের সাধনা যাহাতে সিদ্ধিলাভ করে তাহার জন্য সকল মঙ্গলালয় বিশ্ব দেবতার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য